

PEACE IN FAMILY

Department of Philosophy
SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA

পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে হলে কী করণীয়?

পরিবারের সদস্যরাই আপনার সবচেয়ে আপনজন। এদের সঙ্গেও নানা বিষয়ে সমস্যা অহরহ হতে পারে। তবে বাড়ির পরিবেশে সব সময় শান্তি বজায় রাখতে সাধারণ এটি পন্থা গ্রহণ করতে পারেন। জেনে নিন পরিবারে শান্তি ধরে রাখার উপায়গুলো।

১. সবার অধিকার বজায় রাখুন : সদস্যদের মাঝে শান্তি রাখতে যার যার অধিকার পূরণে সজাগ থাকুন। শিশু বাচ্চাটি থেকে শুরু করে বাড়ির অগ্রজ পর্যন্ত, সবার অবস্থান অনুযায়ী অধিকার বুঝিয়ে দিন।

২. মতামত চান : সবার মতামত নেওয়া আদর্শ গণতান্ত্রিক উপায়। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবার মতামত একযোগে করুন। সেখান থেকে এমন সিদ্ধান্ত বের করুন যা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হয়। এর মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হলো। এতে সবাই খুশি থাকবেন।

৩. চিৎকারের বিপরীতে তারস্বরে চিৎকার নয় : অনেক সময় কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। কেউ তার রাগ প্রকাশ করতেই পারেন। কিন্তু যার যার আবেগ তার মতো করে প্রকাশের সুযোগ দিতে হয়। কেউ আপনার সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলতে থাকলে তাকে সামলাতে আরো জোরে চিৎকার করে লাভ নেই। এতে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকেই যাবে। বরং মেজাজ ঠান্ডা করে নিতে তাকে আশ্বস্ত করুন।

৪. প্রয়োজনে সাহায্য নিন : যদি কারো সাহায্য নিয়ে বাজে পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়, তবে আগে থেকেই সহায়তা নিন। এটি আপনার দূরদর্শিতার নামান্তর। যার সাহায্য নিবেন তিনিও আপনাকে সহায়তা করতে দেবে তুষ্ট থাকবেন, আবার পরিস্থিতি সামাল দেওয়াতে সবাই খুশি।

৫. আরো তথ্যের জন্যে অপেক্ষায় থাকুন : ঘরে শান্তি রাখতে ধৈর্য সবচেয়ে কাজের হাতিয়ার হতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতির উদয় হবে যেখানে আপনাকে বিচারকের ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব বিষয় খুব স্পর্শকাতর। তাই মাথা গরম না করে আরো তথ্যের অপেক্ষায় থাকুন এবং সংগ্রহের চেষ্টা করুন। রায় ঘোষণার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি পুরোটা জানেন।

৬. মনের মতো সহযোগী হোন : পরিবারের কর্তব্যবৃত্তি হিসাবে প্রত্যেক সদস্যের প্রধান সহযোগী আপনি। একে এক জনের মানসিকতা একেকরকম। কিন্তু প্রত্যেকের মনের মতো সহযোগী হতে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে আপনাকে। প্রত্যেককে সমান ভালোবাসা দিন এবং দায়িত্বশীল থাকুন।

৭. মর্ম বুঝে নিন : কারো কথায় চোট পাওয়ার আগে তার কাছে বক্তব্যের অর্থ পরিষ্কার করে নিন। কারো কথার একটি শব্দ বা বাক্য কষ্টদায়ক হলে, বক্তা আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা জিজ্ঞাসা করে

নিন। নয়তো ভুল বুঝে অশান্তি বয়ে আনার দায় আপনার ওপর বর্তাবে। দার্শনিক তিতাস (Titus) বলেন,
 “দর্শন হচ্ছে ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং শব্দ ও ধারণার অর্থ স্পষ্টকরণ।”

উদারোক্ত সংজ্ঞাগুলো একত্রিত করে বলা যায় যে, যে শাস্ত্র সত্তার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করে এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে, তাকে দর্শন বলে।

পরিশেষে বলা যায়, দর্শন অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান বা সত্যের অনুসন্ধানে ভাবাবেগের পরিবর্তে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, অনুধ্যান, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ ও জীবনের সাথে জড়িত চিরন্তন সমস্যাগুলির সূঁছু ও যুক্তিসম্মত গুঢ় আলোচনার প্রচেষ্টা চালায়।